শিবু ফের কয়লায়, চন্দ্রশেখর শ্রমে

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, ২৭ নভেম্বর— জে এম এম নেতা শিবু সোরেন ফিরে পেলেন কয়লা। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরবিহীন মন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও অবশেষে পেলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তর। এবং বামপন্থীদের অনাস্থার দরুন শিশরাম ওলাকে শ্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া হল খনির দায়িত্বে। আজ রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম শিবু সোরেনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ ও মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করান। সোরেনের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে বি জে পি ফের সরব। সরাসরি 'বয়কট' না বললেও বি জে পি বা এন ডি এ-র নেতাদের আজ দেখা যায়নি শপথ অনুষ্ঠানে। বি জে পি-র সংসদীয় দলের মুখপাত্র বিজয়কুমার মালহোত্রা 'দাগী' মন্ত্রীর স্লোগান তুলে বলেন, মনমোহন সিং মন্ত্রিসভার নৈতিক মান আরও একবার ঘা খেল। যদিও প্রধানমন্ত্রী বি জে পি-র এ-হেন আপত্তিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ওঁদের অপপ্রচারের সঙ্গে সত্যের বা আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার বিচার হবে। যতক্ষণ না বিচারে কেউ দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁকে দাগী বলার অধিকার কারও নেই। আর এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটছে না। বি জে পি জমানাতেও ঘটেছে। মনমোহনের কথায় স্পষ্ট, যখন দরকার ছিল তখন শিবু নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন। শিবু নিজে বলেন, 'আমি কোনও চাপও দিইনি। প্রধানমন্ত্রী এবং ইউ পি এ-র নেত্রী মনে করেছেন মন্ত্রিসভায় উপজাতি মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া উচিত, তাই আমাকে ডেকেছেন।' উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির কাছে শপথবাক্য পড়ার সময় শিবু আজ নিজের নাম বলতেই ভুলে গিয়েছিলেন। শপথের পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনে সাংবাদিকদের বলেন, 'সংসদের আসন্ন অধিবেশনে শান্তি বজায় রাখার জন্য সরকার ও স্পিকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। স্পিকারের ডাকা বৈঠকে বিরোধীরা কথা দিয়েছেন, তাঁরা শান্তিতে সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।' যদিও বি জে পি ফের 'দাগী' মন্ত্রী নিয়েও সরব হবে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে নির্বাচনী ইস্যু তৈরি করতে।

শিবু সোরেন। শপথের পর প্রণব মুখার্জির সঙ্গে। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে। ছবি: এ এফ পি

29 NOV 2004 AAJKAL

মন্ত্রিসভার রদবদল সামান্যই

সঙ্গীদের খুশি করে ঘর গোছালেন মনমোহন

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরি ● নয়াদিল্লি

২৭ নভেম্বর: সরকারে আসার ছ'মাসের মাথায় জোটের ঘর গুছিয়ে তুললেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। কাল শাসক জোটের বৈঠক এবং আজ মন্ত্রিসভার ক্ষুদ্রতম সম্প্রসারণ ও সামান্য মন্ত্রক-চালাচালির মধ্যে দিয়েই তিনি কাজটা সম্পন্ন করেছেন।

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের (ফেব্রুয়ারি) প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী আজ মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নিয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা শিবু সোরেনকে। তিনি কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব পাচ্ছেন। গত জুলাই মাসে কুড়ি বছরের পুরনো চিরুডিহি হত্যাকাণ্ড মামলায় জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি হওয়ায় কয়েক দিন আত্মগোপন করে থাকার পর সোরেনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এখন তিনি জামিন পেয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন,"যে কারণে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল, আর তার অস্তিত্ব নেই।" সোরেনকে ফেরানোয় বিজেপি আজ সরকারের 'নৈতিক চরিত্র' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঠিকই, কিন্তু আবার সংসদ অচল করে দেওয়ার হুমকি দিতে পারেনি।

পাশাপাশি ছ'মাস মন্ত্রকবিহীন রাখার পর মনমোহন টি আরএস সাংসদ চন্দ্রশেখর রাওকে দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের দায়িত্ব। বর্তমান শ্রমমন্ত্রী সিসরাম ওলাকে দেওয়া হয়েছে খনির দায়িত্ব। শীতকালীন অধিবেশনের মুখে এর চেয়ে বড় রদবদলের ঝুঁকি নিয়ে কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ উস্কে দিতে চাননি প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই তিনটি পরিবর্তন এবং কাল জোটের বৈঠকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি খুশি করছেন অনেককেই। কী ভাবে?

এক, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্বাচনের মুখে সোরেনকে ফিরিয়ে এনে তিনি ওই রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী জোটকে অনেকটাই চাঙ্গা করে তুলেছেন। রাজ্যের জন্য তিনি কী কী কাজ করতে চান, তারও একটা তালিকা তৈরি করছেন তিনি। কাল বৈঠকে তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর পর রাজ্যে নির্বাচনের সময় বিজেপি-বিরোধী জোট মসৃণ হওয়ার পথও তৈরি হয়েছে। কারণ, সোরেনকে ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেছিলেন আরজেডি সভাপতি তথা রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ ও সিপিআই নেতা এ বি বর্ধন।

দুই, শ্রমের সঙ্গে কর্মসংস্থান মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়ে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবিদার চন্দ্রশেখর রাওয়ের সামনে কাজ করার অনেকটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন মনমোহন। ফলে পৃথক তেলেঙ্গানার বিষয়টি দ্রুত না-এগোলেও সম্ভবত ধৈর্য্য হারাবেন না তিনি (কাল জোটের বৈঠকে এই নিয়ে একটি সাবকমিটি তৈরি করা ও ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার কথাও বলেন মনমোহন)।

তিন, সিসরাম ওলাকে শ্রম মন্ত্রক থেকে সরিয়ে দিয়ে বামপন্থীদেরও খুশি করলেন প্রধানমন্ত্রী। ওলা যথেষ্ট তৎপর নন এবং তাঁর মন্ত্রকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে বলে বামপন্থীরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সরকারি সূত্রের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নিজেও ওলার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তিনি বামেদেরও খুশি করেছেন।

চার, সরকারি কোষাগারের সঙ্কট সত্ত্বেও কাল কর্মনিশ্চয়তা বিল আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনমোহন বাম-সহ কিছু ছোট শরিককেও খুশি করেছেন। সমঝোতা সূত্র হিসাবে ঠিক হয়েছে, দেশের ১৫০টি (পশ্চিমবঙ্গের ৮টি সহ) জেলায় এই কর্মসূচি চালু হবে।

পাঁচ, মহিলা বিল নিয়ে লালুর আপত্তির কথা মাথায় রেখে সরকার এই অধিবেশনে বিলটি নিয়ে আর না-এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহার নির্বাচনের আগে লালুপ্রসাদকে অস্বস্তির মধ্যে না-ফেলতেই বিলটি এই অধিবেশনে পাশ করার চেষ্টা করবে না বলে সরকার স্থির করেছে।

ছয়, শঙ্করাচার্যের গ্রেফতার নিয়ে কেন্দ্র 'নরম হিন্দুত্ব' অনুসরণ করছে বলে শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। কাল জোটের বৈঠকে লালু বলেন, ন্যূনতম কর্মসূচির প্রথম কথাই হল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। অথচ যখন বিজেপি শঙ্করাচার্যের বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দিতে চাইছে, তখন সরকার নরম মনোভাব নিচ্ছে। জয়ললিতাকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর চিঠিই যে তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য সেটা বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হয়নি। এর পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, জয়ললিতার জবাবও এসে গিয়েছে এবং এ নিয়ে তিনি কিছুই করবেন না।

তেলের দামের ঘন ঘন ওঠাপড়া বন্ধে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: পনেরো দিন অন্তর পেট্রোপণ্যের দাম হেরফের হওয়ার বিড়ম্বনা এড়াতে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিলেন মনমোহন সিংহ। তিনি আজ বলেন, "তেলের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। আশা করছি, তেলের আন্তর্জাতিক দাম কিছুটা থিতু হলেই একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।"

বর্তমান ব্যবস্থায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম মাসের ১ এবং ১৬ তারিখ সংশোধন করার কথা। এক পক্ষকালের মধ্যে বিশ্ব বাজারে তেলের গড় দামের উপর নির্ভর করেই এই সংশোধন হয়। এখন বিশ্ব বাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল নয়। রাজনৈতিক চাপে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে দেশে তেলের দাম স্থির করতে পারেনি কেন্দ্র। যদিও ছ'মাসে গ্যাসের দাম দু'বার এবং পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম তিনবার বেড়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বিশ্ব বাজারে তেলের দামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। কারণ অপরিশোধিত তেলের বড় অংশই আমদানি করতে হয়।"

28 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

শিবু ফের কয়লামন্ত্রীই, চন্দ্রশেখর শ্রমমন্ত্রকে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: কেন্দ্রে ফের মন্ত্রী হচ্ছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা শিবু সোরেন। ছিলেন কয়লামন্ত্রী, আগামিকালের ছোট রদবদলে তিনি সেই কয়লামন্ত্রকই পাচ্ছেন। দীর্ঘ দিন দফতরবিহীন থাকার পরে মন্ত্রক পাচ্ছেন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির নেতা কে চন্দ্রশেখর রাও। তিনি পাচ্ছেন শ্রম ও কর্মনিযুক্তি মন্ত্রক। এত দিন ওই মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা সিসরাম ওলা খনিমন্ত্রী হচ্ছেন বলে সংবাদসংস্থার খবর। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ রবিবার লাওস যাচ্ছেন। তাঁর আগেই শনিবার বিকেল তিনটেতে শপথ গ্রহণ সেরে ফেলা হবে।

শুক্রবার রাতে চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর উপস্থিতিতে শাসক জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের নেতা সোরেনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নেওয়া হল। ২০ বছর আগের চিরুডিহি গণহত্যা মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরলে মন্ত্রিত্ব ছাড়েন শিবু। তিনি জামিনে রয়েছেন। শ্রম ও কর্মনিযুক্তি মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়ে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির নেতা চন্দ্রশেখর রাও-কে। বৈঠকে বিদ্রোহী রাওকে শান্ত করতে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের বিষয়টি নিয়ে ইউ পি এ সাব-কমিটি গড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পৃথক রাজ্যের বিষয়টি বিবেচনা না-করা হলে রাও বৈঠকে আসবেন না বলে আগেই হুমকি দেন। তাঁকে শান্ত করতে সনিয়া ও মনমোহন জোটের বৈঠকের আগে তাঁর সঙ্গে আলাদা করে আলোচনায় বসেন।

এ দিনের প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠকে তেলেঙ্গানা ছাড়াও আলোচিত হয় শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তাবিত বিভিন্ন বিল নিয়েও। এই অধিবেশনে একশো দিনের কাজের বিল ও পেটেন্ট (সংশোধনী) বিল আসছে। মহিলা বিল নিয়ে সব দলের সঙ্গে ফের আলোচনা করবে সরকার। বৈঠকের পরে এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তবে এ দিনের বৈঠকে শঙ্করাচার্য ও পেট্রোপণ্যের দাম বাড়া-কমা নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। চিদম্বরম বলেন, ছ'মাসে সরকারের কাজকর্মে সমন্বয় কমিটি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। বৈঠকে বিশেষ অতিথি ছিলেন হরকিষেন সিংহ সুরজিত, এ বি বর্ধন ও ডি রাজা।

27 NOV 2004

ANANDABAZAR PATRIKA

Ministers of state have little to do

Our Political Bureau
NEW DELHI 2 NOVEMBER

IT'S all play and no work for the ministers of state in the Manmohan Singh government. Saddled with little or absolutely no responsibility, they have been reduced to cutting ribbons and addressing seminars and conferences. The first meeting of the UPA government's full council of ministers, convened on Monday night at the Prime Minister's official residence, saw them giving vent to their woes.

There were, at last count, 28 ministers of state in the Manmohan Singh government. And more than a dozen of them seized upon the opportunity provided by Monday night's meeting to bemoan their status and seek effective redressal of their grievances.

The most strident of them all was Mohammed Taslimuddin. The controversial RJD leader from Bihar — one of the three deputies attached to Sharad Pawar in the rather large and powerful ministry of agriculture, food and civil supplies, consumer affairs and public distribution — complained that he had absolutely no work to do.

Mr Taslimuddin, who has been handed over the charge of the department of consumer affairs and public distribution in the work-distribution allocated among the three ministers of state by Mr Pawar, told the Prime Minister that he wasn't in any way involved in the decision-making process in matters pertaining to his ministry and that he had no real powers.

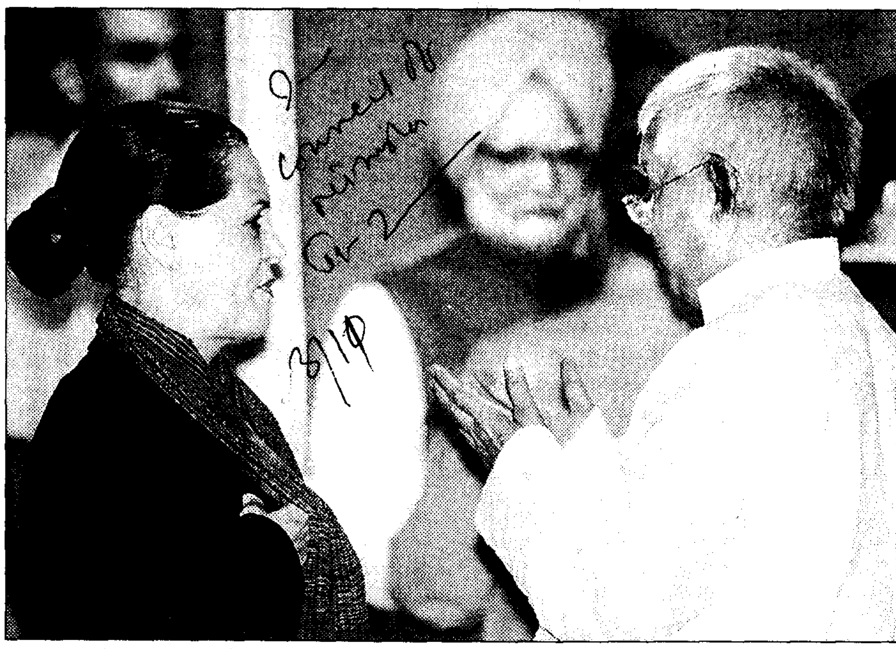

POWER PLAY: Congress chief Sonia Gandhi, Prime Minister Manmohan Singh and rail minister Lalu Yadav at the Iftaar party of minister of state for external affairs E. Ahmed in New Delhi on Tuesday. — PTI

According to him, the main assignment is to put signatures on the responses to unstarred questions and assurances when Parliament is in session. Besides, he is authorised to go through all establishment and personnel matters of employees other than Group A officers and take disciplinary action against employees, except Group A officers.

Dasari Narayan Rao, minister of state for coal and mines, told the gathering that he was filled with a sense of elation when was inducted in the Union council of ministers. However, his excitement turned into a feeling of dismay soon as he realised that he had nothing much to do in the ministry. He added that things had started looking up after the ministry passed into the hands of Prime Minister, without mentioning the fact the happy situation had arisen only because of the exit of JMM chief Shibu Soren, who was his senior in the ministry, from the Cabinet.

Similar complaints were listed out by a number of other ministers, including Shaqeel Ahmed, Dayanidhi Maran's junior in the communications and IT ministry. They are said to have made their points in a very subtle manner, camouflaging their laments in the need for greater participation in the decision-making process. Dr Singh, in his response is learnt to have assured the ministers that he'd strive to evolve a mechanism that would entail a greater delegation of powers. To begin with, we could ensure that files on their way back from the Cabinet minister could be routed through their deputies, so that they were made aware of the decisions being taken. This is, however, easier said than done. A similar exercise had been initiated during the Vajpayee government, but nothing came out of it. Truly, the more things change, the more they remain the same.

3 NOV 2004 THE TIMES OF INDIA

SC notices on the tainted

Our Legal Correspondent

NEW DELHI, Sept. 24. — The Supreme Court has issued notices to the UPA government on a petition seeking to challenge the inclusion of several "tainted" ministers in the Manmohan Singh ministry.

The notices were issued yesterday by a Bench led by Mr Justice Santosh Hegde during an in-chamber hearing of a review petition on the matter. The Supreme Court (coram, Hegde, Sinha, Mathur, JJ) had on 16 July refused to entertain a PIL, filed under Article 32 read with Articles 141, 142 and 147, challenging the inclusion of "tainted" ministers in the UPA government stating that it was "unconstitutional, illegal and void ab initio".

"Parliament is debating the matter. It is too premature to entertain it," the court had then said. It had instead counseled the petitioner, Mr Manoj Narula, to wait and watch if Parliament passes any legislation to deal with this problem.

But after the Budget session got over without Parliament passing any law in this regard, the petitioner, through his counsel, Mr Anil Kumar Jha, again approached the court for relief. Mr Narula's petition had specifically referred to four "tainted" ministers — Mr Lalu Prasad, Md Taslimuddin, Mr Jaiprakas Yadav and Mr MAA Fatimi. Refusing to entertain the petition, the court had observed that no statutory provisions had been violated by appointing them as ministers. "But if Parliament makes a law to this effect, we shall see," it had said. The petition had contended that since ministers hold "important constitutional posts, their integrity should be above-board" and "tainted" persons should not therefore be taken in the ministry. The Prime Minister, by including such "tainted" persons in his ministry had violated the Constitution's basic structure by denying the people an "honest" government.

The petition had made the four "tainted" ministers, Centre and Prime Minister respondents in the matter. It also said the issue involved interpretation of Article 75 and the Preamble.

RJD chief Mr Lalu Prasad said he and his party colleagues will abide by the Supreme Court's order on the issue, adds PTI.

SC poser to Pappu on bail, page 4

THE STATESMAN 25 SEP 2004

I want my job back: Soren

By Our Special Correspondent

NEW DELHI. SEPT. 14. The Jharkhand Mukti Morcha (JMM) chief, Shibu Soren, who had to resign as Coal Minister in the wake of the arrest warrants issued against him by a Jharkhand court, wants the Prime Minister, Manmohan Singh, to give him back his ministerial berth. "I was arrested for a case that is twenty years old. Now that I have been let off by the court there is no reason why I should not be given back my job," Mr. Soren told *The Hindu*.

Mr. Soren arrived here on Monday in connection with a court appearance relating to another case.

Lalu backs Soren

By K. Balchand

PATNA, SEPT. 14. The Railway Minister, Lalu Prasad, today backed his former Cabinet colleague, Shibu Soren's effort to rehabilitate himself as a Union Cabinet Minister after facing the judicial process in two criminal cases.

Mr. Prasad, who was among the first to appeal to Mr. Soren to resign his post after he was issued a non-bailable arrest warrant in the Chirrudih massacre case, today justified Mr. Soren's claim for getting his job back saying that he had every right to be re-inducted into the Cabinet.

Mr. Prasad said that he had no objections if Mr. Soren wanted to become a Union Minister, arguing that he had since obtained a bail and he had to be considered innocent until proved guilty by the courts.

Mr. Prasad extended the same favour to the Bharatiya Janata Party leader and former Chief Minister of Madhya Pradesh, Uma Bharti, saying that she too was free to get back her post if she so desired. All were equal in the eyes of the law, he said.

THE HINDU 15 SEP 2004

MONDAY, JULY 26, 2004

THE SOREN DRAMA

PRIME MINISTER MANMOHAN Singh has done the right thing in asking Coal Minister Shibu Soren to submit his resignation. It would have been much better had he acted earlier. It took a whole week for the Prime Minister to force Mr. Soren to put in his papers after a Jharkhand court issued a non-bailable arrest warrant against him in connection with a three-decade-old massacre case. The delay created a situation that was avoidable, unfortunate, and extremely awkward. The nation was subject to the farcical drama of a Union Minister on the run, thanks to Mr. Soren's panicky and irresponsible decision to turn fugitive rather than hand himself over to the law. The delay also provided the Opposition the opportunity to embarrass the Government outside and inside Parliament, where it forced repeated adjournments by recourse to raucous and disorderly ways. Timing may not be everything in politics but a prompt response would have prevented the impression from spreading that the compulsions of coalition politics had deterred action against Mr. Soren and that he was eventually asked to go only because of pressure mounted by the Opposition.

The issue here is not about Mr. Soren's guilt or innocence in the massacre case, which is something that can be determined only by the Judiciary. Rather it is about the propriety of a Minister running away from the law. Mr. Soren's behaviour is in striking contrast to that of Lalu Prasad, who quit as Chief Minister of Bihar and turned himself in when he found himself in a similar situation in connection with what came to be known as the 'fodder scam'. The Jharkhand Mukti Morcha chief and his supporters may have reason to believe that the Chirudih massacre case was politically motivated and that its sudden re-emergence is extremely curious. It is a reflection of the sluggishness of the criminal justice system that a 29-year-old matter remains unsettled. As many as 25 of the 69 accused are no longer alive and the case has had a peculiar history of periodically crawling out of the judicial woodwork; the last time an arrest warrant was issued against Mr. Soren in this case was in 1986.

The Chirudih case relates to the 1975 killing of 10 persons who belonged to a small Muslim-dominated village, near the district headquarters of Jamtara in what was then Bihar. The incident has a political dimension as it was closely tied up with the JMM's campaign for a separate Jharkhand State. A part of the agitation and movement for Statehood was directed against moneylenders and those who allegedly grabbed land from the tribals of the Santhal region. After assuming office in 2003, the Chief Minister of Jharkhand, the BJP's Arjun Munda, has withdrawn several cases connected with the movement for a separate State, including, very significantly, some in which he himself was an accused. Mr. Soren's grouse is that was not done for the Chirudih massacre case since the intention was to damage him politically. The JMM chief has challenged the arrest warrant in the Ranchi High Court but his problems go well beyond Chirudih. He also figures as an accused in the murder of his personal secretary, a case investigated by the CBI. The controversy over Mr. Soren should focus attention on the recent trend of swearing in chargesheeted individuals to ministerial office; starting with Deputy Prime Minister L.K. Advani, the previous National Democratic Alliance Government had its fair share of those facing criminal charges. While the law, including the election law, presumes innocence in the absence of conviction, politically the trend is disturbing.

THE HINDU

PM in the dock, Atal & co run riot over Shibu

Our Political Bureau
NEW DELHI 22 JULY

A last-ditch effort made by Prime Minister Manmohan Singh to end the Opposition's siege of Parliament over the Shibu Soren issue has failed with Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani rejecting his appeal for truce by insisting on a statement from him on his fugitive minister.

Dr Singh called up Mr Vajpayee on Wednesday night and Mr Advani on Thursday morning, requesting them to ensure the Opposition's cooperation in ensuring the smooth functioning of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. But Opposition leaders stuck to their demand that Dr Singh make a statement in both the Houses on the Soren issue.

Perhaps knowing that there was little for him to tell the Parliament about the messy Soren affair, the Prime Minister decided to remain silent, resulting in an uproar from the Opposition benches and adjournments of both Houses.

The government side came up with the by-now-familiar explanation that the Prime Minister cannot make any statement on the issue since the matter was "sub judice." The fact that Friday is the last day of the first phase of the Budget session, which will reconvene after a three-week recess, seems to prepare the government to cling on to this argument for one more day, hoping that by then the court will decide on the arrest warrant of Mr Soren.

Parliamentary affairs minister Ghulam Nabi Azad and Congress spokesman Anand Sharma on Thursday tried a counter-attack on the BJP-led NDA saying the Opposition "is running away" from discussing important issues for which it had given notice. "When the NDA was in power, the Congress always behaved like a responsible Opposition and cooperated with the government in running Parliament. But now the same BJP is stalling Parliament not for hours but for days. So we want to ask them what happened to the sermons they were giving the nation when they were in power," he said.

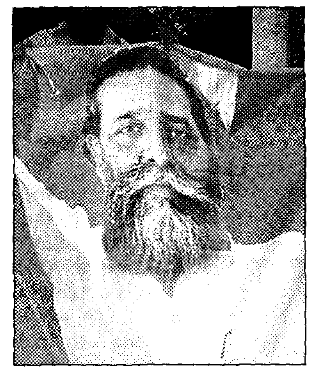

SOREN: CRY FLEE-DOM

CBI corners fugitive in new murder case

Our Political Bureau
NEW DELHI 22 JULY

THE fugitive Union minister, Mr Shibu Soren, continued to torment the UPA government, as a belligerent Opposition paralysed the proceedings of the two Houses of Parliament in support of its demand that Prime Minister Manmohan Singh unravel the mystery behind his missing Cabinet colleague. The UPA government once again had to face an embarrassing moment in the Rajya Sabha when a determined Opposition forced the Prime Minister to leave the House hastily in order to pre-empt any attempt by the NDA to force him to give a reply on the Soren episode.

For the JMM leader, and the UPA government of which he is a members, troubles continued to mount on Thursday, with the Ranchi High Court posting Mr Soren's bail petition for hearing on Friday. While the fate of Mr Soren, who is said to have gone into hiding in the jungles of Chaibasa in south Chotanagpur to evade arrest by the Jhrakhand police in a massacre case dating back to 1975, hangs in balance, the CBI on Thursday turned the screws on him in another murder case.

The investigative agency produced a key witness before a Delhi sessions court in the 1994 case of abduction and murder of Mr Soren's secretary. In the two Houses of Parliament, no business could be transacted on Thursday. Things threatened to spiral out of control in the Lok Sabha when, for a moment during the Zero Hour, the vociferous members of the BJP-Shiv Sena found themselves face-to-face with the RJD MPs in the well of the House.

Had it not been for the timely intervention of the senior leaders, history would have been created. The NDA, which met here on Thursday morning to finalise its strategy, raised the issue as soon as the House assembled for the day.

Immediately after making obituary reference to a departed member, BJP members were on their legs, demanding Mr Soren's ouster.

The Economic Times

Minister missing, whereabouts unknown

Statesman News Service

NEW DELHI, July 21. — For perhaps the first time in the history of independent India a minister of the realm has gone "missing" with police hot on his trail, seeking to arrest him on court directions for his alleged involvement in a mass killing. The whereabouts of Union coal minister Mr Sibu Soren — against whom a non-bailable arrest warrant has been issued by a Jharkhand court in connection with the 1975 Chirudih massacre in which ten people were killed and the rioting that followed — are as yet unknown.

Jharkhand High Court has fixed for tomorrow the hearing of a writ petition filed by Mr Soren against the arrest warrant issued by the lower court in Jamtara.

Amidst reports (later denied by official sources) that the minister had submitted his resignation to the Prime Minister with a request that it be accepted only if he was arrested, a Jharkhand police team aided by local cops searched for the minister in his North Avenue flat in the heart of Lutyen's Delhi. But Mr Soren, much like Macavity, just wasn't there. Police ended up questioning the minister's staff on his possible whereabouts before pasting a photocopy of the warrant on the wall next to the front door.

"If a person against whom a warrant is issued can't be found, a photocopy of the same is put up outside his house. With this action, we've discharged the responsibility given to us by the court. We'll report what has transpired to the court," Mr Neeraj Sinha, SP from Jharkhand, said. But within moments of Mr Sinha's departure, Mr Soren's supporters tore down the notice. A red-faced JMM leader and MP, Mr Sunil Mahato, said the police action was "politically motivated". He claimed Mr Soren wasn't absconding – "he's among the people, interacting with them."

More reports on page 5

Another case, another time

RANCHI, July 21. — On 1 March, 2000, the chief judicial magistrate, Jamshedpur, had issued a property attachment warrant to Mr Sibu Soren for non-appearance in court. He was arrested on 8 August, 1999, for allegedly violating Sec 144. He and at least 400 JMM activists have been charged with firing in the air at a meeting near Chamaria Guest House. They had gathered to pay tribute to Nirmal Mahto on his death anniversary. — SNS

Editorial: Soren in the dock, page 6

A Jharkhand police team searched for the minister in his North Avenue flat in the heart of Delhi. But Mr Soren, much like Macavity, just wasn't there.

Policemen paste the arrest warrant against Mr Sibu Soren at the entrance of his residence in Delhi on Wednesday. — PTI

ROLL CALL

MINISTERS OF STATE (Independent charge)

- **Santosh Mohan Dev:** Heavy industries & public enterprises
- **Jagdish Tytler:** Non-resident affairs
- **Oscar Fernandes:** Statistics & programme implementation
- **Renuka Choudhury:** Tourism
- **Subodh Kant Sahay:** Food processing
- **Kapil Sibal:** Science and technology, ocean development
- **Vilas Muttemwar:** Non-conventional energy sources
- **Kumari Selja:** Urban employment and poverty alleviation
- **Praful Patel:** Civil aviation
- **Premchand Gupta:** Company affairs

MINISTERS OF STATE

- **E. Ahmed:** External affairs
- **Suresh Pachauri:** Personnel, parliamentary affairs
- **B.K. Handique:** Defence, parliamentary affairs
- **P. Lakshmi:** Health and family welfare
- **Dasari Narayan Rao:** Coal and mines
- **Shaqeel Ahmed:** IT & communications
- **Rao Indrajit Singh:** External affairs
- **Naranbhai Rathwa:** Railways
- **Rehman Khan:** Chemicals and fertilisers
- **K.H. Muniyappa:** Road transport and highways
- **M.V. Rajashekharan:** Planning
- **Kantilal Bhuria:** Agriculture, food and civil supplies, consumer affairs and public distribution
- **Manik Rao Gavit:** Home
- **Sri Prakash Jaiswal:** Home
- **Prithviraj Chavan:** Prime Minister's Office
- **Taslimuddin:** Heavy industries & public enterprises
- **Suryakanta Patil:** Rural development, parliamentary affairs
- **Md A.A. Fatmi:** Human resource development
- **A. Narendra:** Rural development
- **R. Velu:** Railways
- **S.S. Palanimanikkam:** Commerce and industry
- **S. Regupathy:** Home
- **K. Venkatapathy:** Law
- **S. Jegadeesan:** Social justice and empowerment
- **E.V.K.S. Elangovan:** Petroleum and natural gas
- **Kanti Singh:** Human resource development
- **Namo Narayan Meena:** Environment and forests
- **Jay Prakash Narayan Yadav:** Water resources
- **Akhilesh Singh:** Food and agriculture, food and civil supplies, consumer affairs

24 MAY 2004

THE TELEGRAPH

LAST RESHUFFLE BEFORE POLLS?

Coal and mines at last for Mamata

Statesman News Service

NEW DELHI, Jan. 8. — It was the end of a long wait for Miss Mamata Banerjee as she was finally allotted the coal and mines departments — the latter as bonus, since the two departments were held by separate ministers earlier.

The Trinamul Congress chief was without a portfolio since being re-inducted into the Union Cabinet on 8 September last year. She had her own reservations about heading the coal department which was offered to her earlier too. She had indicated her preference for the civil aviation ministry, failing which she sought rural development and poverty alleviation portfolios. But none of the ministries could be spared due to administrative compulsions of the Prime Minister, as sources put it.

With speculation rife over an early dissolution of the current Lok Sabha, Miss Banerjee would have been left as a minister without a portfolio in the interim government headed by Mr Atal Behari Vajpayee, if she declined the offers this time too. The Prime Minister today decided to advise the President to allot the departments to her after the two departments were merged into one single charge while effecting a Cabinet reshuffle, arguably the last one of the present government.

Mr Karia Munda, who was the Cabinet minister in charge of coal, has been shifted to the non-conventional energy department, while Mr Ramesh Bais, who had been holding independent charge of the mines ministry as a minister of state, has been allotted the forests and environment ministry, the department which had been under the charge of the Prime Minister after the resignation of Mr TR Baalu. Earlier, Mr Dilip Singh Judeo had resigned as the minister of state from the department after the cash-on-camera affair before the Chhattisgarh Assembly polls.

Miss Mamata Banerjee

After today's reshuffle, Mr Munda stands demoted though he is considered an important tribal leader from Jharkhand and one of the BJP's old timers. Mr Vallabhbhai Kathiria, MoS in the human resources development ministry, has been shifted to health.

THE STATESMAN 9 JAN 2004